গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের দপ্তর
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
www.fireservice.chittagongdiv.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মো: আনিসুর রহমান, উপপরিচালক
সভার তারিখ	:	১৩/১২/২০২২ খ্রি.
সময়	:	১০.০০ ঘটিকা
স্থান	:	বিভাগীয় সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম।

সভায় উপস্থিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত ব্যক্তি/কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ:

১. জনাব মোঃ রাহাদুজ্জামান, সহকারী ব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা), কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি:, চট্টগ্রাম বলেন- ইতিঃপূর্বে গ্যাস লাইন দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দ্রুত সাড়া প্রদান করেছেন। দ্রুত সাড়া প্রদানের ফলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এজন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, এসব দুর্ঘটনায় জনসাধারণকে সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। তাই এসব দুর্ঘটনায় করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করলে আরো ফলপ্রসু হবে এবং এসব দুর্ঘটনায় কোন ধরণের এক্সটিংগুইসার ব্যবহার করে অগ্নি নির্বাপণ করা যাবে, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণের গুরুত্বারোপ করেন।
এ প্রসঙ্গে জনাব এমডি আবদুল মালেক, সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিটি স্টেশন অগ্নিকান্ড বা দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। যে কোন দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্তির ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে গমন করেন। শান্তিকালীন সময়ে জনসচেতনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- গণসংযোগ ও টপোগ্রাফি, মহড়া, প্রশিক্ষণ, প্ররিদর্শন ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য সরকারী-বেসরকারী সকল সংস্থাকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

২. জনাব আপসানা আক্তার মিমি, আরবান কমিউনিটি ভলেন্টিয়ার (ভলেন্টিয়ার প্রতিনিধি) বলেন- অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় সেচ্ছাসেবকগণ অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। অনেক সময় প্রশিক্ষণের অভাবে জনগণ কাঙ্খিত সেবা পায় না। এ কারণে স্বেচ্ছাসেবকদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণসহ নতুন স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদ্দ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে আহবান জানান।
এ প্রসঙ্গে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়া, উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম (জোন-১) সভাকে অবহিত করেন যে, স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণের মান ধরে রাখার জন্য এই প্রশিক্ষণটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজন করে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিদপ্তর নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিত সতেজকরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৩. জনাব মুহাম্মদ আতাউল হাকিম, প্রজেক্ট অফিসার, ইপসা, চট্টগ্রাম (এনজিও প্রতিনিধি) বলেন- অগ্নিকান্ড বা দুর্ঘটনার ঘটলে তাৎক্ষনিক ফায়ার সার্ভিসের সেবা পাওয়া যায়। এজন্য ফায়ার সর্ভিসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তিনি আরো বলেন- দুর্যোগ মোকাবেলায় সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহায়ক শক্তি হিসেবে স্বেচ্ছাসেবকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তিনটি ওয়ার্ডে ইপসা ও ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক ৩৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যারা বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

এ প্রসঙ্গে জনাব এমডি আবদুল মালেক, সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের সাথে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকেন। স্বেচ্ছাসেবকগণকে সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

৪. জনাব ডা. মোহাম্মদ নওশাদ খান, মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বলেন- সম্প্রতি সীতাকুন্ড, চট্টগ্রামের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে কন্টেইনার বিস্ফোরণে নিহত সকল ফায়ারফাইটারদের আত্মার শান্তি কামনা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদন জ্ঞাপন করেন। যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস নিবেদিতভাবে কাজ করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, দুর্ঘটনায় উদ্ধার পরবর্তী আহত সেবায় ফায়ার সার্ভিস ও হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্ঘটনা-দুর্যোগ মোকাবেলার পাশাপাশি রোগী পরিবহনে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভূয়সী প্রসংশা করেন।

এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ আব্দুলাহ হারুন পাশা, উপসহাকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাপ্তাই (জোন-৩) বলেন- করোনা মহামারি মধ্যে দেশের স্বাস্থ্য সেবা সচল রাখার জন্য সিভিল সার্জন প্রতিনিধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যে কোন দুর্ঘটনায় রোগী পরিবহনে এ্যাম্বুলেন্স সেবা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বিনামূল্যে প্রদান করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১.	অগ্নিকান্ডসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে জনসাধারণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	সহকারী পরিচালক চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান
২.	অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক স্বেচ্ছাসেবক সতেজকরণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান

সমাপনী বক্তৃতায় জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম বলেন, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রতিনিধিগণ আমাদের সেবা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। গ্রহণযোগ্য মতামতসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কাজ করবে। সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপস্থিত সকল অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো: আনিসুর রহমান
উপপরিচালক

স্মারক নং-৫৮.০৩.২০০০.০০১.০১.০৪৫-২০২২- ৪২২০

তারিখ ঃ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ১৪ ডিসেম্বর ২০২২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২. .....(অংশীজন)।

৩. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান।

৪. উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম (জোদন-১/২/৩)/কক্সবাজার/কুমিল্লা/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/চাদঁপুর /নোয়াখালী/ফেনী/লক্ষ্মীপুর/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।

৫. ফোরম্যান, বিভাগীয় কারিগরি কারখানা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম।

৬. মবিলাইজিং অফিসার, চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, চট্টগ্রাম (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

১৪/১২/২২

মোঃ আনিসুর রহমান
উপপরিচালক